মুখবন্ধ

প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সরকার আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি)-এর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়ও অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সার্বিক ফলাফল সন্তোষজনক হলেও রচনামূলক অংশের উত্তর মূল্যায়নকালে শিক্ষার্থীদের লিখন ও পঠন দক্ষতার আরো উন্নয়ন করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) চতুর্থ লক্ষ্য হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রেণিতে পরিকল্পিতভাবে পাঠ উপস্থাপন এবং প্রাপ্ত Contact hour(Class-time)-এর যথাযথ ব্যবহার। এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানসম্মত পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি ও তা অনুসরণপূর্বক পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকগণের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। এনসিটিবি প্রণীত পাঠ্যসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়াবদ্ধ বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা-২০২০'** সম্মানিত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এবছরও প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় প্রতি মাসে প্রতি বিষয়ের উপর পুনরালোচনা ও অনুশীলনের জন্য সময় নির্ধারিত আছে। ফলশ্রুতিতে কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে কোন বিষয়ের পাঠ উপস্থাপন সম্ভব না হলে তা পুনরালোচনা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত তারিখে সম্পাদন করা যাবে। প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সময়াবদ্ধ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিটি বিষয়ের অভিন্ন পাঠ উপস্থাপিত হবে এবং অনুশীলনসহ পাঠ্যসূচি উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পূর্বনির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এ কারণে মনিটরিং কার্যক্রমও সহজতর হবে।

এতদসঙ্গে শিক্ষকগণের জন্য বিষয়ভিত্তিক মডেল পাঠপরিকল্পনা সংযোজন করা হয়েছে যাতে করে শিক্ষকগণ এনসিটিবি কর্তৃক প্রণয়নকৃত শিক্ষক সংস্করণের সহায়তায় দৈনিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষকগণের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্তরিক সদিচ্ছায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত শিখন শেখানো কার্যক্রম বা মডেল পাঠপরিকল্পনা অনুসরণে প্রণীত দৈনিক পাঠপরিকল্পনা মোতাবেক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম প্রয়োগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হবে।

সময়াবদ্ধ বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা এবং মডেল পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, নেপ
ময়মনসিংহ

সময়াবদ্ধ বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা :

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক ছুটির তালিকার ভিত্তিতে এ বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। NCTB প্রণীত শিক্ষক সংস্করণ (Teacher's Guide) এ বর্ণিত পাঠ বিভাজনের আলোকে বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সকল শ্রেণির শিক্ষক সংস্করণ নেই, সে সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষক সহায়িকা/শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে।

৩। দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সংযুক্ত ক্লাসরুটিন ও বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক দৈনিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৪। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ১টি করে দৈনিক পাঠপরিকল্পনার মডেল দেওয়া হয়েছে; যা অনুসরণপূর্বক শিক্ষকগণ দৈনিক প্রতিটি অধিবেশনের জন্য পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করে শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

৫। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকগণকে শিক্ষকসংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকা/নির্দেশিকা অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হলো।

৬। তারিখভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত তারিখে পাঠটি উপস্থাপন করা সম্ভব না হলে পরবর্তী তারিখে তা উপস্থাপন করতে হবে এবং পুনরালোচনায় গিয়ে তা সমন্বয় করতে হবে। কেন নির্ধারিত তারিখে নির্ধারিত পাঠটি নেয়া সম্ভব হলো না তা মন্তব্য কলামে লিখতে হবে।

৭। পুনরালোচনার তারিখে পূর্ববর্তী পাঠ (নির্ধারিত তারিখে না হলে)/ঐ অধ্যায়ের/ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার/অনুশীলনীর (গণিতের ক্ষেত্রে) সকল পাঠের সার্বিক পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৮। বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা অনুসরণের জন্য শিক্ষক সংস্করণ (Teachers Guide), শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা অবশ্যই প্রয়োজন হবে। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে সকল বিদ্যালয়ে এগুলো সরবরাহ করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে এগুলো ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। (ঠিকানা : www.dpe.gov.bd → পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষক সহায়িকা → প্রযোজ্য শ্রেণি)

৯। শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য ছুটির পূর্ববর্তী কর্মদিবসে সুবিধাজনক সময়ে উক্ত ছুটির প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে (সংশ্লিষ্ট তথ্যপুস্তক সংযুক্ত)।

১০। সময়াবদ্ধ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে নেপ-এর বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ জহুরুল হক (মোবাইল: ০১৭১৭৬০৯৬০৯)-এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।